যুগান্তর

21 MAR 2003

এসএসসি পরীক্ষায় এক লাখ পরীক্ষার্থী কমেছে

ফয়জুল্লাহ্ মাহমুদ

এ বছর এসএসসি পরীক্ষার্থী হ্রাস পেয়েছে। গত বছরের তুলনায় ২০০৩ সালের পরীক্ষার্থী সংখ্যা প্রায় ১ লাখ কম। শিক্ষা সংশ্লিষ্টরা বলেছেন, সর্ববৃহৎ পাবলিক পরীক্ষায় পরীক্ষার্থী কমে যাওয়ার ঘটনা নজিরবিহীন। তবে ইতিবাচক।

শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী আ ন ম এহছানুল হক মিলন বলেছেন, নকল প্রতিরোধের কারণে নকলবাজ পরীক্ষার্থী কমেছে, প্রকৃত শিক্ষার্থী কমেনি। নকল বন্ধে সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি শিক্ষকদের আন্তরিকতা, ছাত্র-অভিভাবকদের সহযোগিতা, টেস্ট পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণদের পরীক্ষায় অংশগ্রহণের অনুমতি না দেয়া এবং ফলাফলের নিরিখে নিম্নমানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধের সরকারি ঘোষণা এবারের পরীক্ষার্থী হ্রাস পাওয়ার প্রধান কারণ। সাধারণত প্রতিবছরই বিগত বছরের তুলনায় পরীক্ষার্থী সংখ্যা কম-বেশি বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। আসন্ন এসএসসি পরীক্ষার মোট পরীক্ষার্থী ৯ লাখ ৩৩ হাজার ৬৫২ জন। অথচ গত বছর পরীক্ষার্থী ছিল ১০ লাখ ২৪ হাজার ১৩৯ জন। অর্থাৎ পরীক্ষার্থী বৃদ্ধির পরিবর্তে ৯০ হাজার ৪৮৭ জন কমেছে। বিগত ৬ বছরের পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, বছরে সর্বনিম্নে ৬ হাজার এবং সর্বোচ্চ ১ লাখ ২৫ হাজার পর্যন্ত পরীক্ষার্থী বেড়েছে। কোন বছরে পরীক্ষার্থী হ্রাসের ঘটনা ঘটেনি। ১৯৯৭ সালে এসএসসি পরীক্ষার্থী ছিল ৭ লাখ ৪১ হাজার। পরের বছর ৬ হাজার বৃদ্ধি পেয়ে এ সংখ্যা দাঁড়ায় ৭ লাখ ৪৭ হাজারে। ১৯৯৯ সালে ৯০ হাজার পরীক্ষার্থী বৃদ্ধি পায়। এর পরের বছর ১ লাখ ২৫ হাজার বৃদ্ধি পেয়ে পরীক্ষার্থী সংখ্যা দাঁড়ায় ৯ লাখ ৬২ হাজার। ২০০১ সালে ১০ হাজার পরীক্ষার্থী বৃদ্ধি পায়। গত বছর ৫০ হাজার পরীক্ষার্থী বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং ১০ লাখ ২৪ হাজার ১৩৯ জন পরীক্ষার্থী এ যাবৎকালের শীর্ষসংখ্যক এসএসসি পরীক্ষার্থী। এ বছরের পরীক্ষার্থীদের মধ্যে বিজ্ঞান বিভাগে ৩ লাখ ৫ হাজার ৫১৮, মানবিক বিভাগে

ঘটনা নজিরবিহীন তবে ইতিবাচক

কমেছে : পৃষ্ঠা ২ : কলাম ৮

কমেছে : পরীক্ষার্থী

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

৪ লাখ ২০ হাজার ৮৩৮ এবং বাণিজ্য বিভাগে ২ লাখ ৭ হাজার ২৯৬ জন। নিয়মিত পরীক্ষার্থী ৫ লাখ ২৭ হাজার ৭৪১, অনিয়মিত ৪ লাখ ৩ হাজার ১৫৬ এবং ২ হাজার ৭৫৫ জন মানোন্নয়ন পরীক্ষার্থী।

গত বছরের তুলনায় এবার মানবিক বিভাগে ৭২ হাজার ৭৩৯ এবং বিজ্ঞান বিভাগে ৩৩ হাজার ৯৬৬ জন পরীক্ষার্থী কমেছে। শুধু বাণিজ্য বিভাগে ১৫ হাজার পরীক্ষার্থী বেড়েছে। নিয়মিত পরীক্ষার্থী কমেছে ৫৬ হাজার এবং অনিয়মিত কমেছে ৩৪ হাজার। তবে মানোন্নয়নের ক্ষেত্রে ৮৯৭ জন পরীক্ষার্থী বৃদ্ধি পেয়েছে। বোর্ডগুলোর মধ্যে একমাত্র বরিশাল বোর্ডে পরীক্ষার্থী বেড়েছে মাত্র ৮৪৬ জন। এবার ঢাকা বোর্ডে ৮ হাজার ৭৮২, রাজশাহী বোর্ডে ৩৮ হাজার ৮৮৫, কুমিল্লা বোর্ডে ২১ হাজার ১৪৮, যশোর বোর্ডে ৫ হাজার ৪৪৭, চট্টগ্রাম বোর্ডে ১৩ হাজার ৩১৪ এবং সিলেট বোর্ডে ২ হাজার ৩৬৫ জন পরীক্ষার্থী কমেছে।